এসময়ের দেশীয় মাল্টিমিডিয়া প্রকাশনা

ডট মিউজিক : সংগীত- সকলেরই মনের খোড়াক। গান ভালোবাসেন না এমন লোক খুঁজে পাওয়া দায়। আর এই সংগীতপ্রেমীদের জন্য “ডট ভিজুয়্যাল” প্রকাশ করেছে তাদের “ডট মিউজিক” ডিজিটাল ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যা।

এ সংখ্যার কভার স্টোরী করা হয়েছে বাংলার ব্যতিক্রমধর্মী এবং অসম্ভব জনপ্রিয় সংগীত স্রষ্টা নচিকেতাকে নিয়ে। “অন্তবিহীন পথে চলাই জীবন”, “নিলাঞ্জনা”, “ বৃদ্ধাশ্রম”, “যখন সময় থমকে দাঁড়ায়”, “চোর”, “এই মন ব্যাকুল” ইত্যাদি অনেক জনপ্রিয় গানের রূপকার নচিকেতার শৈশব, কৈশর, যৌবনের বিভিন্ন ঘটনা, সংগীত নিয়ে তার চিন্তাধারা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা ইত্যাদি অনেক কিছুই উপস্থাপিত হয়েছে এর কভার স্টোরিতে। সেই সাথে রয়েছে তার অসম্ভব জনপ্রিয় অনেকগুলো গানের মিউজিক ভিডিও।

পাশাপাশি রয়েছে “যেখানেই যাও ভালো থেকো” শীর্ষক এক সময়ের জনপ্রিয় গানের কণ্ঠশিল্পী আব্দুল মান্নান রানা’র একান্ত সাক্ষাৎকার, খালি কণ্ঠে গান, মিউজিক ভিডিও। জনপ্রিয় সুরকার প্রিন্স মাহমুদ বলেছেন তার সংগীত জীবনের নানা কথা, রয়েছে তার সুর করা গান। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিভাগে সাক্ষাৎকার রয়েছে চ্যানেল আই-এর পরিচালক শাইখ সিরাজ-এর। তিনি কথা বলেছেন তার চ্যানেল, মিউজিক, নতুন প্রতিভা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আর নিয়মিত বিভাগগুলোর পাশাপাশি সংগীতপ্রেমীদের জন্য তো জনপ্রিয় সব মিউজিক ভিডিও রয়েছেই। ম্যাগাজিনটির মূল্য ৮০ টাকা।

ডট মাল্টিমিডিয়া : “ডট মাল্টিমিডিয়া” - মাল্টিমিডিয়া বিষয়ক দেশের প্রথম ম্যাগাজিন, যেখানে টেক্সটভিত্তিক মিডিয়ার পরিবর্তে এসেছে ভিডিও ভিত্তিক উপস্থাপনা। এটি এর দ্বিতীয় সংখ্যা। এ সংখ্যার কভার স্টোরী করা হয়েছে “অডিও এডিটিং”-এর উপর। এতে অডিও এডিটিং-এর জনপ্রিয় সফ্‌টওয়্যার কুল এডিট-এর উপর রয়েছে বিষ্চারিত আলোচনা। পত্রিকাটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এর প্রায় সবগুলো বিভাগই ভিডিও টিউটোরিয়ালে সমৃদ্ধ। মূলতঃ কুল এডিট, সাউন্ড ফোর্জ, অ্যাডোবি প্রিমিয়ার, মায়া, পোজার, স্পেশাল ইফেক্ট, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ম্যাক্রোমিডিয়া ডিরেক্টর, ফ্ল্যাশ, উইনঅ্যাম্প, মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং-এর উপর রয়েছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু টিউটোরিয়াল।

পত্রিকাটির নিয়মিত বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে - অডিও এডিটিং, ভিডিও এডিটিং, এনিমেশন, গ্রাফিক্স, মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং, মাল্টিমিডিয়া অথরিং, সোর্স ফাইল, মাল্টিমিডিয়া ফাইল ব্যবস্থাপনা, ডক্টর মাল্টিমিডিয়া, মাল্টিমিডিয়া হার্ডওয়্যার পরিচিতি, মাল্টিমিডিয়া সফ্‌টওয়্যার কালেকশন, কিডস মাল্টিমিডিয়া, বিনোদন প্রভৃতি। এর মূল্য ৮০ টাকা।

ত্রিমাত্রিক বিজ্ঞাপন তৈরির কৌশল

টিভি চ্যানেলগুলোতে আমরা প্রতিনিয়তই যে সকল মনকাড়া বিজ্ঞাপন দেখি, তাদের অধিকাংশেই থাকে থ্রিডি এনিমেশন এবং থ্রিডি কম্পোজিশন। কিভাবে তৈরি করা হয় এ ধরনের ত্রিমাত্রিক বিজ্ঞাপন? কোন কোন সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করা হয় এ কাজে? এসব কিছুর উত্তর দিতে ‘ত্রিমাত্রিক বিজ্ঞাপন তৈরির কৌশল’- নামক একটি ব্যাতিক্রমধর্মী কম্পিউটার ভিত্তিক ট্রেনিং কীট প্রকাশ করেছে করছে ‘ডট ভিজুয়্যাল’।

এতে রয়েছে ত্রিমাত্রিক বিজ্ঞাপন নিয়ে সাধারণ আলোচনা, সাবান, টুথব্রাশ, মোবাইল ফোন, বাল্ব, টেলিভিশন ইত্যাদির বিজ্ঞাপন তৈরীর আদ্যোপান্ত।

মুলত মায়া ভিত্তিক এই প্রকাশনাটির সহযোগী সফ্‌টওয়্যার হিসেবে আলোচনায় এসেছে ফ্ল্যাশ, ফটোশপ এবং আফটার ইফেক্টসের মতো জনপ্রিয় তিনটি টুল। চার ঘন্টার অধিক মেয়াদের এই টিউটোরিয়ালটির মূল্য ১৫০ টাকা।

ইন্টারনেট : ইন্টারনেট- আমাদের দৈনন্দিন নগর জীবনে একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রতিদিনের খাওয়া-পড়া আর অফিস করার মতোই ইমেইল চেক করা, ওয়েব ব্রাউজ করা, চ্যাট করা ইত্যাদি আমাদের অনেকেরই নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে যারা ইন্টারনেটে নতুন তারা তো বটেই, পুরোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরও রয়েছে ইন্টারনেট নিয়ে নানারকম প্রশ্ন। আর এই ইন্টারনেট বিষয়ক সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে “ইন্টারনেট ব্যবহারের সহজ কৌশল” নামক একটি কম্পিউটার ভিত্তিক ট্রেনিং কীট প্রকাশ করেছে “ডট ভিজুয়্যাল”।

ইন্টারনেট পরিচিতিসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপরে এখানে রয়েছে মোট ৩৬ টি ভিডিও টিউটোরিয়াল। ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এমন প্রায় সকল সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা রয়েছে এতে। এদের মধ্যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, আউটলুক এক্সপ্রেস, কাজা, ডাউনলোড এক্সিলেরেটর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাড়ে চার ঘন্টার অধিক মেয়াদের এই টিউটোরিয়ালটির মূল্য ১৫০ টাকা।

❑ মোঃ সাইফুল ইসলাম

আছে পুরান কম্পিউটার, মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক..............

দৃশ্যপট- ১ // ছোট্ট একটি কম্পিউটারের দোকানে অতি ব্যস্ত একজন ব্যবসায়ী। তার সামনের টেবিলে ছড়িয়ে আছে কম্পিউটারের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ- পার্টসগুলো। একটার পর একটা পার্টস- কখনো এজিপি কার্ড, কখনোবা র‌্যাম মাদার বোর্ডে লাগাচ্ছেন আর পরীক্ষা করে দেখছেন সেগুলো ঠিক আছে কিনা। এমন সময় চল্লিশোর্ধ এক ব্যক্তি এলেন সেই দোকানে। তার হাতে একটি পুরানো মাদারবোর্ড; বাড়িয়ে দিলেন ব্যবসায়ী দোকানীর দিকে। মাদারবোর্ডটি ঠিক আছে কিনা তা কানেকশন দিয়ে তিন/চার মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা করে দোকানী দাম হাকালেন বারশো টাকা। চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিটি কিছুটা বিরক্ত। বললেন, মাত্র বারশো! আপনি আঠারশো টাকায় নেবেন? অত:পর দোকানী ও আগন্তুকের মাঝে দর কষাকষি, অবশেষে রফা হলো মাঝামাঝি একটি অঙ্কে। দোকানীর কাছে পুরাতন মাদারবোর্ডটি বিক্রি করে দিয়ে আগন্তুক হাসি মুখে বিদায় নিলেন।

দৃশ্যপট- ২ // একই দোকানে কলেজ পড়ুয়া এক ছেলে এসে হাজির। সে নিয়ে এসেছে একটি নষ্ট হার্ড ডিস্ক। কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে সে নিশ্চিত হয়েছে যে তার হার্ড ডিস্কের সার্কিটে সমস্যা হয়েছে। যদি একই ব্র্যান্ডের অন্য হার্ডডিস্কের সার্কিট বোর্ড তার হার্ডডিস্কে লাগানো যায়, তাহলে তার সমস্যা দূর হবে। দোকানী জানালেন যে তার কাছে সার্কিট বোর্ড পাওয়া যাবে। দেনা-পাওনা বুঝে নেওয়ার পর ছেলেটি তার হার্ডডিস্ক দোকানে রেখে চলে যায়। রিপেয়ারিং শেষে একদিন পর সে হার্ডডিস্ক নিয়ে যেতে পারবে।

নব্বই দশকের শেষ দিক থেকে কম্পিউটারের দাম যতই কমেছে, সাধারন মানুষের ঘরে কম্পিউটারের পরিমানও ততই বেড়েছে। নব্বই-এর শেষ প্রান্ত থেকে হিসেব করলে বর্তমানে এইসব কম্পিউটারের বয়স চার/পাঁচ বছরে পড়েছে। কম্পিউটারের মতো এমন একটি দ্রুত পরিবর্তণশীল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চার/পাচঁ বছর অবশ্যই অনেক বড় একটি সময়। সেই সময়ে কেনা অনেক কম্পিউটারই এখন বাতিলের পর্যায়ে। যুগের সাথে তাল মিলাতে কেউ হয়তো কম্পিউটারের ৪.৩ গিগা বাইটের হার্ড ডিস্কটি পরিবর্তণ করে ৪০ গিগা বাইট হার্ডডিস্ক কিনছেন, কেউবা র‌্যাম, এজিপি, প্রসেসর ইত্যাদিও বদলে ফেলতে চাইছেন। আর যাদের সামর্থ আছে তারাতো একেবারে নতুন কম্পিউটারই কিনে ফেলছেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে, নতুন কম্পিউটার না হয় কেনা হলো, তাহলে পুরাতন কম্পিউটারটির কি হবে? অথবা আপনি চাইছেন একটি নতুন এজিপি কার্ড লাগাতে। সেক্ষেত্রে আগের এজিটি কার্ডটির কি হবে? প্রিয় পাঠক, বর্তমান সময়ে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই সহজ। কারন এখন চাইলেই আপনি আপনার পুরাতন পিসির যেকোন একসেসরিজ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পিসিটাই বিক্রি করে দিতে পারেন এবং অবশ্যই তা অত্যন্ত লাভজনক মূল্যে।

চলছে দারুন বেচা-কেনা : প্রথমেই যে দুইটি দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা ঢাকার এলিফেন্ট রোডের মিনা ল্যাবরেটরি বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ছোট্ট একটি পুরাতন কম্পিউটার বেচা-কেনার দোকানের। এলিফেন্ট রোডের জুতার দোকানগুলোর ফাঁক-ফোকড় গলে যেসব কম্পিউটারের দোকান রয়েছে, তাদেরও কোন কোন দোকানে এভাবেই পুরান কম্পিউটার কেনা-বেচা চলে। এছাড়াও হাতিরপুলের নাহার প্লাজাতেও এই ধরনের কিছু দোকান রয়েছে। পুরানো কম্পিউটারের যেকোন যন্ত্রাংশ যেমন, র‌্যাম, সাউন্ডকার্ড, গ্রাফিক্স কার্ড, মাদারবোর্ড, প্রসেসর, ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ, সিডি রম ড্রাইভ, হার্ড ডিস্ক, মনিটর এমনকি কেসিংও এসব দোকানে কেনা-বেচা চলে। এলিফেন্ট রোডের এক ব্যবসায়ী জানালেন, তাদের দোকানে যে শুধুমাত্র সাধারন কম্পিউটার ব্যবহারকারীরাই আসেন তাই নয়, অন্যান্য কম্পিউটার মার্কেটের ব্যবসায়ীরাও প্রায়ই দূষ্প্রাপ্য অনেক যন্ত্রাংশের খোঁজে তার দোকানে হানা দেন। কথা হলো বুয়েটে পড়ুয়া এক ক্রেতার সঙ্গে। তিনি তার পিসির পেন্টিয়াম টু প্রসেসরটি বদলে একটি পুরাতন পেন্টিয়াম থ্রি প্রসেসর কিনেছেন। পি-থ্রি প্রসেসরটি পেতে তার পুরাতন পি-টু প্রসেসর ছাড়াও খুব অল্প কিছু টাকা দোকানীকে দিতে হয়েছে। অল্প টাকায় পিসি আপগ্রেড করতে পেরে তিনি বেশ উল্লসিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ছাত্র দিলেন আরো আকর্ষনীয় তথ্য। তার পেন্টিয়াম টু কম্পিউটারের মাদার বোর্ডটি নষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু এখন আর নতুন পি-টু মাদারবোর্ড পাওয়া যায় না, তাই বাধ্য হয়ে প্রয়োজন না থাকা সত্বেও তিনি পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর সহ মাদারবোর্ড কিনতে এসেছিলেন। কিন্তু কম্পিউটারের মার্কেটে এসে তিনি এই পুরান কম্পিউটারের দোকানের কথা জানতে পারেন। এরপর বেশ সচ্ছায় একটি পুরাতন পি-টু মাদারবোর্ড কিনে ফেলেছেন। অনেক টাকা বেঁচে গেল তার! তার থেকেও বড় কথা দোকানী তার নষ্ট মাদারবোর্ডটিও রেখে দিয়েছেন। যদি তা ঠিক করে বিক্রি করা সম্ভব হয়, তাহলে তার লাভের কিছুটা অংশ তিনিও পাবেন!

সততাই যেখানে মূল কথা : এলিফেন্ট রোডে পুরাতন কম্পিউটারের যন্ত্রাংশের ব্যবসায় জড়িত জহুরুল ইসলাম তোহা জানালেন, তাদের ব্যবসায় বিশ্বাসটাই মূল কথা। ইচ্ছাকৃত ভাবে তারা কখনো ক্রেতাকে নষ্ট জিনিস গছিয়ে দিয়ে ঠকান না। পুরানো জিনিস বলে তারা যেহেতু কোন ওয়ারেন্টি পান না, তাদের ক্রেতাদেরকেও তারা কোন ওয়ারেন্টি দেন না। তাদের কেনা পন্যটি ঠিক আছে কিনা তা তারা চালিয়ে দেখিয়ে দেন, বড় জোড় একদিন পর্যন্ত পরীক্ষা করার সময় দেন; কিন্তু এর বেশি নয়। আর ক্রেতারাও সব জেনে শুনেই কিনছেন।

❑ ফয়সাল তানভীর